Reg. No. DA.—142.

এই সংখ্যায় আছে—

সাহিত্য সাধনা	১	পৃষ্ঠা
আজাব	২	"
বয়ানুল-কুরআন	৩—৪	"
তবলীগে হেদায়েত	৫—৭	"
মোসলেহ মাউদ	৭	"
আখবার-আহমদীয়া	৮	"

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

সেপ্টেম্বর, '৫৫ ; ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬২

নব পর্য্যায়—৯ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, September, '55 | ৯—১০ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

সাহিত্য সাধনা

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে। বস্তুতঃ সাহিত্যের ভিতরেই জাতীয় আদর্শ ও উন্নতির গতিধারা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই জাতির প্রাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যেই নতুন আদর্শের সন্ধান দিয়া থাকে।

নিখুঁত আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া যখন সাহিত্য সৃষ্টি হয় তখন ইহা দ্বারা যেমন সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় তেমনি আদর্শহীন সাহিত্য দ্বারা জাতীয় অধঃপতনের পথকেও প্রশস্ত করা হয়। এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়াই আমাদিগকে সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আহমদীয়া সাহিত্য বাংলা দেশে এখনও প্রাথমিক স্তরেই আছে। এখন হইতে আমাদিগকে একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইতে হইবে অপর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই আদর্শ হইতে যেন বিচ্যুতি না ঘটে। সেই আদর্শকে সহজ সরলভাবে পেশ করিতে হইবে। যুক্তি, অনুভূতি ও মানবতাবোধ যতই ব্যাপক হইবে, ভাষা যতই সহজ, প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট হইবে আমাদের সাহিত্যও জনমনে তত সহজেই ইহার স্থান করিয়া নিতে পারিবে।

সাহিত্য সৃষ্টিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। আদর্শগত সাহিত্য সৃষ্টিতে এই সাধনাকে আরো ব্যাপকতর করিতে হয়। সাহিত্যিককে প্রকৃতি, মানব চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুরাতন ও সমসাময়িক সাহিত্যের সাথে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়। তাহা না হইলে আমাদের সাহিত্য সাধনা বিচ্ছিন্ন ও কূপমণ্ডুকতার রূপ নিবে। যখন ঐরূপ হয় তখন সংস্কার আসিয়া বসে যুক্তির স্থানে, গোঁড়ামি নেয় অনুভূতির স্থান, স্বার্থপরতা, দখল করে মানবতাবোধ ; তখনই ঘটে আদর্শের মৃত্যু। সে আদর্শ যত বড় মহান এবং মহাপুরুষ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন? সাহিত্য সৃষ্টিতে এই সকল কথা ভুলিয়া গেলে কখনই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারা যায় না। বরং সাহিত্যের নামে তখন যে জঞ্জাল সৃষ্টি হয় তাহা কাটাইয়া আসাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যুগে যুগে ধর্ম্মীয় আদর্শের ব্যাপারে তাহাই হইয়াছে। বিংশ-শতাব্দীতে আসিয়াও আমরা ইতিহাসের এই শিক্ষাকে কাজে না লাগাই তবে ইতিহাস আওড়ান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। সর্বদা এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়াই সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

'ফতেহ ইস্‌লাম' হইতে

"হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ এবং ইসলামের প্রকৃত প্রেমিকগণ! আপনারা উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান যে যুগ আমরা বাস করিতেছি ইহা এরূপ এক অন্ধকারময় যুগ যে, এ যুগ কি ঈমান (ধর্ম্ম-বিশ্বাস), কি 'আমল' (কর্ম্ম-জীবন) সকল বিষয়েই ভয়ঙ্কর বিকার উপস্থিত হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে 'জালালত' ও 'গোমরাহীর' (বিপথ-গামীতার) এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃত ঈমানের স্থান কেবল কাল্পনিক মুখোচ্চারিত শব্দই অধিকার করিয়া নিয়াছে এবং লোক প্রকৃত 'নেকী' বা পুণ্যানুষ্ঠানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হইয়া কতিপয় রীতি কিংবা আনুষ্ঠানিকমূলক ও লোক-দেখান কার্য্যকেই প্রকৃত সৎকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়া নিয়াছে। এই যুগের দর্শন বিজ্ঞানও আধ্যাত্মিকতার পথে কঠোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তাধারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণের উপর অত্যন্ত কু-প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং তাহাদিগকে অন্ধকারের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। ইহা বিষাক্ত ধাতুকে উত্তেজিত করে এবং গুপ্ত শয়তানকে জাগ্রত করে। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারীগণ ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ ভুল ধারণা রাখে যে, তাহারা খোদাতা'লার নির্দ্ধারিত নীতি-সমূহ এবং রোজা, নামাজ ইত্যাদি 'এবাদত' বা উপাসনা পদ্ধতিকে অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষে দেখে। তাহাদের হৃদয়ে খোদাতা'লার অস্তিত্বেরও কোন গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব নাই; বরং তাহাদের অধিকাংশই এলহাদ বা অধার্ম্মিকতার রঙ্গে রঙ্গীন এবং নাস্তিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং মোসলেম সন্তান বলিয়া অভিহিত হইয়াও ধর্ম্মের শত্রু। যাহারা কলেজ পড়েন তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ যে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান-অর্জ্জন হইতে অবসর হইতে না হইতেই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের সহানুভূতি হইতে অবসর হইয়া পড়েন এবং ইহাকে ইস্তেফা দিয়া বসেন।

এস্থলে আমি পথভ্রষ্টতার মাত্র একটি শাখা বর্ণনা করিয়াছি যাহা বর্ত্তমান যুগে পথ-ভ্রষ্টতার কুফলে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত আরো শত শত শাখা আছে যাহা ইহা অপেক্ষা কম নহে। সাধারণতঃ দেখা যায়, দুনিয়া হইতে 'আমানত' (বিশ্বস্ততা) ও 'দেয়ানত' (সততা) এমনই উঠিয়া গিয়াছে যেন তাহা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। অর্থে পাণ্ডিত্যের পথে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধূর্ত্ত তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত গণ্য করা হয়। নানাবিধ অসততা, অসাধুতা, অবৈধাচরণ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা এবং নিকৃষ্ট রকমের ধূর্ত্ততা এবং লালসাপূর্ণ ষড়যন্ত্র ও হীনতা-পূর্ণ আচার-ব্যবহার প্রসার লাভ করিতেছে; নেহায়ত নিষ্ঠুর হিংসা-দ্বেষ এবং কলহ বাড়িয়া যাইতেছে; পাশবিক ও হিংস্র প্রবৃত্তির এক ঝড় উত্থাপিত হইয়াছে। লোক এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রচলিত রীতি-নীতিকে যতই দক্ষ ও তৎপর হইতেছে ততই তাহাদের সচ্চরিত্রতা ও পুণ্য কাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং বিনয়, লজ্জাশীলতা, খোদা-ভীতি, সততা ও সাধুতার স্বাভাবিক অভ্যাস কমিয়া যাইতেছে।

সত্য ও বিশ্বাস বিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে খৃষ্টান-দের শিক্ষাও কয়েক প্রকার সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিতেছে। এবং খৃষ্টানগণ ইসলামকে নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতঃ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমস্ত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম উপায় সৃষ্টি করিয়া তাহা প্রত্যেক চৌর্য্য-বৃত্তি চরিতার্থের সুযোগে প্রয়োগ করিতেছে এবং মুসলমানদিগকে লক্ষ্য-চ্যুত করিবার নূতন নূতন ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে পথ-ভ্রষ্ট করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, এবং যিনি সকল পবিত্র লোকের গৌরব, যিনি খোদাতা'লার সান্নিধ্য-প্রাপ্ত সকল ব্যক্তির মুকুট এবং সকল বরণীয় নবীগণের অধিনায়ক—সেই 'কামেল' বা পূর্ণ মানবের কঠোর অবমাননা করিতেছে; এমন কি, নাটকের তামাসায় নেহায়ত পাষণ্ডের ন্যায় অতি কুৎসিৎভাবে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র পথ-প্রদর্শকের চিত্র প্রদর্শিত ও অভিনয় করা হইতেছে। থিয়েটারের সাহায্যে অতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা হইতেছে এবং এইভাবে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র নবীর (সাঃ) মহান মর্য্যাদা ধূলিসাৎ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার হীন প্রচেষ্টা অবলম্বন করা হইয়াছে।"

আজাব

[ছরফরাজ এম, এ, ছাত্তার]

বর্ত্তমান একটা ভয়াবহ অশান্তি ও আজাবের যুগ। গত বৎসরকার বন্যার ফলে মানুষকে যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে, সেই কথা বলতে অন্তর আত্মা কেঁদে উঠে। স্বচক্ষে সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যেন ইহা একটি বিরাট পরিবর্ত্তনের যুগ। কত নরনারী নিজের বাস ভবন ছেড়ে দিয়ে রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়ে পরের হাত পানে চেয়ে অশ্রু বরণ করেছে। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত অভাব অভিযোগ, তাদেরকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই বন্যা শুধু পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ নহে, হিন্দুস্থানে নহে, সারা দুনিয়া ব্যাপী ইহার গ্রাস। বন্যার জল হ্রাস হইতে না হইতেই নানা প্রকার ব্যাধি দেখা দিল মানুষের সেই ক্লেশ, সেই অভাব অভিযোগ দূর হতে না হতেই এবার আবার এসে প্রবল আকারে দেখা দিল বন্যা। এবার সে বৎসরকার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। এখন বন্যার কারণ নিয়া গবেষনা চলিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর স্থলভাগ অনেকাংশে নীচু হইয়া গিয়াছে। আবার কেহ বলেন নানা আবর্ত্ত গতিকে নদী নালা, খাল বিল ইত্যাদি ভরট হইয়া গিয়াছে তাই নদী পথে জল পূর্ণ গতিতে অল্প সময়ের মধ্যে সাগরে গিয়া পৌঁছিতে পারে না। এগুলি পুনঃ সংস্কার করিলেই বন্যার আজাব হতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে।

বিশ্বের সৃষ্টকর্ত্তা আল্লাহতায়ালা বলেন—সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমি কখনও আজাব অবতীর্ণ করি না (সুরা বনি ইছরাইল)। এবং তোমাদের রব সহরগুলিকে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে নবী আবির্ভূত করে (সুরা কাসাস)। সারা দুনিয়া ব্যাপী এই যুগে আল্লাহতায়ালা কেন আজাবের সৃষ্টি করিয়াছে? পরম করুণাময় আল্লাহ কি আজ তাঁহার প্রতিশ্রুত মত নবী প্রেরণ না করিয়া সারা পৃথিবীতে তাঁহার মারফত সাবধান না করিয়াই ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন? আদিকাল হইতে আল্লাহতায়ালার ইহা অপরিবর্ত্তনশীল বিধান যে, মানব জাতি যখনই নানা ভাবে নানা মতের সৃষ্টি করিয়া সত্যের বিকাশে বাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে, তখনই মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের মধ্য হইতেই বিভিন্ন যুগে জ্ঞানী ও গুণী লোক আবির্ভূত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের পথ ও পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দিয়া জীবিত করিয়া তুলেন। কিন্তু যখনই যাঁহার আগমণ হইয়াছে লোকে অজানা কথা মনে করিয়া হাসি বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন—এমন কোন মহাপুরুষ আগমন করেন নাই যাঁহাকে লোকে অবজ্ঞা না করিয়াছে (সুরা ইয়াছিন)। মানুষ বারংবারই আল্লার সেই নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের আজাব ও অশান্তির কথা স্মরণ হলে মনে হয় যেন মানব জাতির নিকট আল্লাহতা'য়ালার কি এক হিসাব নিকাস আছে; এবং সেই হিসাবের খাতায় যেন দেখা দিয়াছে বিরাট গোলমাল। তাই আল্লাহতায়ালা বিপদের উপর বিপদ, আজাবের উপর আজাব দিয়ে মানব জাতিকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। মানুষ তাহা অবজ্ঞা করিতেছে, তাই আল্লাহতায়ালা ক্রোধান্বিত হয়ে দুনিয়াকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া পত্তন করিতে চান নয়া আর এক জমানা।

আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বে এই যুগের দাবীদার হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইবার দাবীতে সারা পৃথিবীকে বর্ত্তমান বিপদাবলী সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"স্মরণ রাখিও খোদাতায়ালা আমাকে সাধারনভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ায়ও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কেয়ামতের (মহাপ্রলয় দিবসের) নমুনা স্বরূপ হইবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে। এই মৃত্যু হইতে পশু পক্ষীও রক্ষা পাইবে না এবং পৃথিবীতে এমন ধ্বংস দেখা দিবে যে, যে দিন হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতে এরূপ ধ্বংস কখনও আসে নাই এবং অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হইয়া যাইবে। দেখিয়া মনে হইবে যেন উহাতে কখনও কোন অধিবাসী ছিল না। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরও বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে; যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ দর্শনের পুস্তকে ইহার খোঁজ মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে এ কি হইতে চলিল? অনেক রক্ষা প্রাপ্ত হইবে এবং অনেক বিনষ্ট হইবে। সে দিন সন্নিকট এবং আমি উহাকে দ্বারদেশে দেখিতেছি। তখন দুনিয়ায় কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করিবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরও ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূ-তল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানব জাতি আপন সৃষ্টি কর্ত্তার পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মন প্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতায়ালা ক্রোধের গোপন ইচ্ছা যাহা বহুদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন 'সাবধানকারী না পাঠাইয়া আমি আজাব দেই না' (কোরআন শরীফ)। অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্ব্বে ভীত হয় তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তুমি কি মনে করিয়াছ এই সকল ভূমিকম্প হইতে তুমি নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে, বা স্বীয় প্রচেষ্টায় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনও নহে। মানুষের চেষ্টা সে দিন অচল হইবে। ইহা মনে করিও না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের দেশ উহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আমি তো দেখিতেছি হয়ত তাহা তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে।

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ, হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবা দ্বিতীয়ম্ খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাহাকে ভয় করে না সে জীবিত নহে, মৃত।" (হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ২৫৬—২৫৮)

পাঠক পাঠিকার আসর

পরিচালক—ম, ম, আঃ

[আমরা আহমদী পত্রিকায় পাঠক পাঠিকার আসর খুলিয়া বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়া আলোচনা করিতে চাই। আশাকরি আহমদীর পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের সাথে সহযোগিতা করিবেন।

তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রাদি উপযুক্ত বিবেচিত হইলে আহমদীতে ছাপানো হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পত্রাদির শুধু সার মর্মই ছাপান হইবে।]

প্রথম আসরে আমরা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। এই সম্বন্ধে আপনাদের মতামত দ্বারা আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

বকর ও জাফর। বকর নাস্তিক, জাফর আস্তিক। রইছ তাদের বন্ধু। সে বকর ও জাফর দুইজনের নিকটই হাজার টাকা করিয়া আমানত রাখিল। কিছু দিন পর সে উভয়ের নিকট হইতে আমানতের টাকা আনিতে গেল। বকর টাকা দিয়া বলিল—ভাই মস্ত বড় দারিদ্র হইতে বাঁচিলাম। আর জাফর আমানত অস্বীকার করিয়া রইছকে ধমকাইয়া দিল।

বকর ও জাফরের মধ্যে কাকে আপনি ভাল বলিবেন এবং কেন বলিবেন?

[আহমদীতে নতুন লিখকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হইবে]

বয়ানুল কুরআন

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ—ছুরা নিছা

—মুমতায আহমদ
মুবাল্লিগ, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া

৪১। নিশ্চয় আল্লাহ কাহারও প্রতি অনু পরিমাণ অবিচার করেন না; এবং যদি অনু পরিমাণ একটি পুণ্য হয় তবে আল্লাহ তাহাকে বহু গুণ বাড়াইয়া দিবেন এবং নিজ সমীপ হইতে মহা পুরস্কার দান করিবেন।

৪২। এবং তাহাদের কি অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে ঐ মণ্ডলীসমূহের বিরুদ্ধে সাক্ষী দাঁড় করিব।

৪৩। যাহারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং সমাগত নবীর অবাধ্যতা করিয়াছিল তাহারা ঐদিন কামনা করিবে তাহাদিগকে যদি পৃথিবীতেই বিলীন করিয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ নিকট কোন বিষয় গোপন করিতে পারিবে না।

৭ রুকু ৮ আয়াত ৪৪—৫১

৪৪। হে মুমিনগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় নমাযের নিকটে যাইও না যতক্ষণ না তোমরা কি বলিতেছ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার এবং অপবিত্র অবস্থায়ও যতক্ষণ না তোমরা গোছল করিয়া লও। তবে যদি (মছজিদের ভিতর দিয়া) পথ অতিক্রমকারী হও; এবং যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসে অথবা তোমরা স্ত্রীগণের সহিত পরস্পর (গুপ্তাঙ্গ) স্পর্শ করাইয়া থাক অতঃপর তোমরা পানী না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম করিও অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মুছিয়া লইও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব মার্জ্জনাকারী পরম ক্ষমাশীল।

৪৫। তোমরা কি তাহাদের অবস্থা (চিন্তা করিয়া) দেখ নাই যাহারা শরীয়তের এক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করিতেছে এবং ইচ্ছা করিতেছে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাও।

৪৬। আল্লাহ তোমাদের শত্রুগণ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানী এবং বন্ধুরূপে আল্লাই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাই প্রচুর।

৪৭। কতক ইহুদী শব্দগুলিকে (এবারত ও অর্থের দিক দিয়া) যথাস্থান হইতে সরাইয়া লয় এবং (মুখে) বলে শুনিলাম ও (কার্য্যে বলে) অমান্য করিলাম এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে বক্র করিয়া এবং ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া বলে (হে নবী) তুমি শ্রবণ করিও অশ্রাব্য কথা এবং তুমি আমাদের পশুচারক। যদি তাহারা বলিত আমরা শুনিলাম এবং মান্য করিলাম এবং (হে নবী) তুমি (আমাদের নিবেদন) শ্রবণ কর এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদান কর তাহা হইলে উহা তাহাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক এবং উত্তম বাক্য হইত! কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অবিশ্বাসের দরুণ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন অতএব অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।

৪৮। হে লোকগণ যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করা গিয়াছে তোমরা এই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যাহাকে আমরা তোমাদের নিকট (সেইদিন আগমণ করার পূর্ব্বে) বেদিন অনেক (অন্যায়কারীর) মুখমণ্ডলকে আমরা বিকৃত করিয়া দিব এবং ঐ মুখমণ্ডলগুলিকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টাইয়া দিব অথবা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিব যেভাবে শনিবারের অপরাধকারিদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম; এবং আল্লার আদেশ অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে।

৪৯। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত (অন্যকে) শরীক করার মহাপাপকে ক্ষমা করিবেন না; এবং ইহার চেয়ে লঘু যে কোন পাপ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন; এবং যে ব্যক্তি আল্লার সহিত (অন্যকে) শরীক সাব্যস্ত করিল নিশ্চয় সে এক মহাপাপ উদ্ভাবন করিল।

৫০। তুমি কি তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ নাই যাহারা নিজদিগকে পরিশুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করে (তাহাদের এই ধারণা মিথ্যা) বরং আল্লাহ যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া দেন; এবং তাহাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হইবে না।

৫১। অনুধাবন কর, তাহারা আল্লার প্রতি কেমন মিথ্যা রটনা করে; এবং তাহাদের এই অমূলক রটনা প্রকাশ্য পাপ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

৮ রুকু ৯ আয়াত ৫২—৬০

৫২। তুমি কি তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা কর নাই যাহাদিগকে শরীয়তের অংশ দান করা গিয়াছে তাহারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে এবং তাহারা প্রতিমা পূজকদের সম্বন্ধে বলে উহারা মুসলমানগণ হইতে অধিকতর সৎপথগামী।

৫৩। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাকে অভিসম্পাত করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

৫৪। তাহাদের জন্য রাজত্বে কি কোন অংশ আছে? তবে ত তাহারা লোকজনকে অতি সামান্য পরিমাণও দিবে না।

৫৫। অথবা তাহারা কি (অন্য) লোকদের প্রতি ঈর্ষা করে এই জন্য যে আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে দান করিয়াছেন যদি ইহাই হয় তবুও নিশ্চয়ই আমরা ইব্রাহীমের বংশধরদিগকে শরীয়ত এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদিগকে প্রকাণ্ড রাজ্য দিয়াছিলাম।

৫৬। অতঃপর তাহাদের কতক লোক এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ণ করিল এবং কেহ কেহ তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিল এবং জলন্ত অগ্নিরূপে দুযখই যথেষ্ট।

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে অচিরেই অগ্নিতে প্রবেশ করাইব। যখনই তাহাদের চামড়া দগ্ধ হইয়া যাইবে তখনই তাহাদের এই চামড়া পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য চামড়া দিব যেন শাস্তির স্বাদ ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়।

৫৮। এবং যাহারা সমাগত নবীর উপর ঈমান আনয়ণ করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে অচিরেই এমন বাগান সমূহে প্রবেশ করাইব যাহার নিম্ন দিয়া নদীমালা প্রবাহিত তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। তথায় তাহাদের জন্য পবিত্র যুগল নিচয় রহিয়াছে এবং আমরা তাহাদিগকে আরামদায়ক নিবিড় ছায়াতলে স্থান দান করিব।

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা যে যে কাজের যোগ্য তাহাকে তাহা অর্পণ করিও এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়ের সহিত বিচার করিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা উপদেশ দেন তাহা কতই না উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্তই শুনেন সমস্তই দেখেন।

৬০। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে মান্য করিয়া চলিও এবং রছুলকেও মান্য করিয়া চলিও এবং তোমাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকেও; এবং তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তাহা আল্লাহ ও রছুলের হাওয়ালা করিও যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। ইহাই মঙ্গলজনক পন্থা এবং ইহার পরিণাম অধিকতম উত্তম।

৯ রুকু ১১ আয়াত ৬১—৭১

৬১। তুমি কি তাহাদের বিষয় চিন্তা কর নাই যাহারা দাবী করে যে তাহারা তোমার প্রতি যাহা নাযিল করা গিয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা নাযিল করা গিয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা শয়তানের নিকট তাহাদের মুকদ্দমা উপস্থাপিত করিতে চাহিতেছে অথচ তাহাদিগকে শয়তানের প্রতি অবিশ্বাস করিতে নিশ্চয় আদেশ করা গিয়াছিল এবং শয়তান তাহাদিগকে সুদূর ভ্রান্তিতে বিপথগামী করিতে চাহিতেছে।

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রছুলের দিকে তোমরা আগমণ কর তখন তুমি মুনাফিক

দিগকে দেখিতে পাইবে তাহারা অবজ্ঞার সহিত তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতেছে।

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হইল, যখন তাহাদের দুষ্কর্মের ফলে তাহাদের উপর বিপদ আসিল? অতঃপর, তাহারা তোমার নিকট আসিয়া আল্লার শপথ করিয়া বলিল, "আমাদের শুধু ইহাই উদ্দেশ্য ছিল যে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপিত হউক।"

৬৪। ইহারা এমন সব লোক আল্লাহ্ যাহাদের হৃদয়ের কথা জানেন; অতএব, তুমি তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও এবং তাহাদিগকে উপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে এমন কথা বল, যাহা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করে।

৬৫। এবং আমরা প্রত্যেক পয়গম্বরকে বিশেষ করিয়া এই জন্যই প্রেরণ করিয়াছি, যেন আল্লার আদেশে তাহার আনুগত্য করা হয়; এবং যখন তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের জন্য এই রছুলও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌কে অতি সত্বর প্রার্থনা মঞ্জুরকারী পরম দয়াময় প্রাপ্ত হইত।

৬৬। অনন্তর, তোমার প্রভুর শপথ, তাহারা কখনও মুমিন হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না তাহারা তোমাকে তাহাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের মীমাংসাকারী মনোনীত করিবে, তারপর তোমার মীমাংসিত বিষয়ে তাহাদের মনে কোন অসন্তোষ থাকিবে না এবং তাহারা (তোমার মীমাংসাকে) সম্পূর্ণরূপে মানিয়া নিবে।

৬৭। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফরয করিয়া দিতাম যে, তোমরা নিজেদের লোককে হত্যা কর, বা তোমরা নিজেদের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা উহা করিত না এবং তাহাদিগকে যে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, যদি তাহারা তাহা সম্পন্ন করিত—তাহা হইলে উহা তাহাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক হইত এবং (ঈমানের পক্ষে) মহা শক্তি সঞ্চারক হইত।

৬৮। এবং তখন আমরা তাহাদিগকে নিজ সমীপ হইতে মহা পুরস্কার দান করিতাম।

৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে নিশ্চয় সুপথে পরিচালিত করিতাম।

৭০। যাহারা আল্লাহকে ও (তাঁহার) এই রছুল (মুহাম্মদ)কে মান্য করিয়া চলিবে, তাহারা উহাদের পর্য্যায় ভুক্ত হইবে, যাহাদিগকে আল্লাহ্ নিয়ামত দান করিয়াছেন—তাহারা হইতেছেন নবি, ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহগণ এবং বন্ধু হিসাবে তাঁহারা অতি উত্তম।

৭১। এই মহা অনুগ্রহ আল্লার বিশেষ দান এবং সম্যক জ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

১০ রুকু ৬ আয়াত ৭২—৭৭

৭২। হে মুমিনগণ, তোমরা অগ্রে রক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর; তারপর, দলে দলে অথবা সম্মিলিতভাবে (যুদ্ধের জন্য) বহির্গত হও।

৭৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে (ইচ্ছা করিয়াই) পশ্চাতে রহিয়া যায়, এবং যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন বলে, "আল্লাহ আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, আমি তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।"

৭৪। এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন অনুগ্রহ আসে, তখন সে নিশ্চয় এমনভাবে কথা বলিবে, যেন তোমাদের ও তাহার মধ্যে কোন সৌহার্দ্দ্য নাই—আক্ষেপ যদি আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিতাম, তবে মহাকৃতকার্য্যতা লাভ করিতাম।

৭৫। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছে, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের যুদ্ধ করা উচিত; এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে—সে শহীদ হউক বা বিজয়ী হউক—আমরা তাহাকে শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করিব।

৭৬। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নর, নারী এবং শিশুগণের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিতেছ না—যাহারা বলিতেছে, "হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদিগকে এই শহর হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাও, যাহার অধিবাসী অত্যাচারী এবং আমাদের জন্য তোমার সমীপ হইতে কাহাকেও অভিভাবক করিয়া দাও এবং তোমার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী করিয়া দাও।"

৭৭। যাহারা মুমিন, তাহারা আল্লার পথে যুদ্ধ করে; এবং যাহারা কাফির, তাহারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে; অতএব, তোমরা শয়তানের বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের আয়োজন দুর্ব্বল।

১১ রুকু ১১ আয়াত ৭৮—৮৮

৭৮। তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমাদের হস্ত সমূহকে (যুদ্ধ হইতে) সংরুদ্ধ রাখ, নমায প্রতিষ্ঠিত কর, যকাৎ দেও। অতঃপর, যখন তাহাদের উপর জেহাদকে ফরয করিয়া দেওয়া হইল, তাহাদের এক দল মানুষকে ভয় করিতে লাগিল খোদাকে ভয় করার মত, বরং তাহার চেয়েও অধিকতর; এবং বলিতে লাগিল, "হে আমাদের প্রভো, তুমি কেন আমাদিগের উপর জেহাদকে ফরয করিয়া দিলে? তুমি কি আমাদিগকে আরও অল্প সময়ের অবকাশ দিবে না?" (হে নবী) তুমি বল, পৃথিবীর ভোগ বিলাস অল্প সময়ের জন্য; এবং পরকাল মুত্তকীদের জন্য অতি উত্তম এবং তোমরা সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না।

৭৯। তোমরা যেখানে থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেই—যদিও তোমরা দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস কর। যখন তাহাদের নিকট কোন মঙ্গল আসে, তাহারা বলে, উহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসিয়াছে" এবং যখন তাহাদের নিকট কোন অমঙ্গল আসে, তাহারা বলে, "ইহা তোমার কারণে আসিয়াছে।" তুমি বল, প্রত্যেক (মঙ্গল অমঙ্গল) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে, তবে উহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটেও যায় না।

৮০। হে মানব, তোমার নিকট যে মঙ্গল আসে, তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এবং তোমার নিকট যে অমঙ্গল আসে, তাহা তোমার নিজের কর্ম্মের ফল; এবং (হে নবী) আমরা তোমাকে মানব জাতির জন্য রছুল প্রেরণ করিয়াছি এবং ইহার সাক্ষী আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮১। এবং যে ব্যক্তি উপস্থিত নবীর আনুগত্য করিয়াছে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিয়াছে; যে ব্যক্তি ফিরিয়া যায় (ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই) আমরা তোমাকে তাহাদের উপর প্রহরী করিয়া পাঠাই নাই।

৮২। এবং তাহারা বলে (তোমার হুকুম) মানিয়া নিলাম, কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, রাত্রিযোগে তাহাদের একদল তোমার কথার বিপরীত পরামর্শ করে; এবং আল্লাহ্ তাহাদের রাত্রির পরামর্শ লিখিয়া লন। অতএব, তুমি তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না; এবং আল্লার উপর নির্ভর কর, এবং কার্য্য সম্পাদকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮৩। তাহারা কি কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত, তাহা হইলে তাহারা উহাতে বহু মতভেদ প্রাপ্ত হইত।

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তা বা ভয়ের কোন সংবাদ আসে, তাহারা উহা ছড়াইয়া দেয়, যদি তাহারা উহা রছুল এবং কর্তৃপক্ষগণের হাওয়ালা করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা সংবাদের তথ্য সংগ্রহ করে, নিশ্চয় তাহারা উহা সঠিকভাবে জানিয়া লইত; এবং যদি তোমাদের উপর আল্লার ফযল এবং রহমত না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুগমণ করিত।

৮৫। অতএব তুমি আল্লার পথে যুদ্ধ কর—তুমি শুধু নিজের জন্যই দায়ী এবং মুমিনদিগকে উদ্বুদ্ধ কর। শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তিকে দমিত করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ্‌ই অধিকতম সংগ্রাম শক্তিমান এবং কঠোরতম শাস্তিদাতা।

৮৬। যে ব্যক্তি সৎকাজের জন্য সুপারিশ করিবে, সে উহা হইতে একটা অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করিবে, সেও উহা হইতে একটা অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর সম্যক শক্তিমান।

তরলীগে হেদায়েত

"নজুলে-মসিহ্ ও জহুরে-মাহ্দী"

হজরত মীরজা বশীর আহ্মদ সাহেব প্রণীত উর্দু পুস্তকের
অনুবাদ ; অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আন্ওয়ার

কোরান ও হাদিসে মসিহ্ ও মাহ্দী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

সর্ব্ব প্রথম প্রশ্ন : বাস্তবিকই রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) মসিহ্ এবং মাহ্দী আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন কি ? জানা আবশ্যক, ইহা অস্বীকারের বহির্ভূত, নেহাৎ খোলা বিষয়াবলীর অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়ে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার "এজমা" (সর্ব্ব সম্মত মত) বিদ্যমান। ধারাবাহিকরূপে প্রথম হইতে সমগ্র উম্মতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিয়াছে যে, আখের জামানায় মুসলমানদের মধ্যে মসিহ্ ও মাহ্দী জাহের হইবেন। তাঁহার জরিয়ায় ইস্লাম পতনাবস্থা হইতে উঠিয়া বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভ করিবে, এবং এই প্রাধান্য কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী কোরান শরীফেও আছে। সহীহ্ হাদিস সমূহেও প্রকৃষ্টরূপে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মসিহ্র নজুল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কোরান শরীফে সুরাহ্ নূরের "এস্তেখ্লাফ" আয়েতে বর্ণিত হইয়াছে। খোদাতা'লা বলিয়াছেন :—

"ওয়াদাল্লাহুল্ লাজিনা আমানু মিন্কুম্ ও আমেলুস্ সালেহাতে লা-ইয়াস্তাখ্লেফান্নাহুম্ ফিল্ আর্যে কামাস্তাখ্লাফাল্লাজীনা মিন্ কাব্লেহিম্" (সুরাহ্ নূর, রুকু ৭)। অর্থাৎ, "আল্লাহ্-তা'লার ওয়াদা এই যে, তিনি নেক্ ও সাধু কর্ম্মশীল মুসলমানগণের মধ্যে তেমনি খলিফাগণের শৃঙ্খল স্থাপন করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে (হজরত মোসার উম্মতে) করিয়াছিলেন।"

হজরত "মোসার উম্মত" বিষয়ক অর্থ সুরাহ্ মোজাম্মেলে বর্ণিত আয়েতে উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে :— "ইন্না আরসাল্না ইলায়কুম রাসুলান্ শাহেদান আলায়কুম্ কামা আরসাল্না ইলা ফের-আওনা রাসুলা" (সুরাহ্ মোজাম্মেল, রুকু ১)। অর্থাৎ, "মোসাকে ফের-আওনের নিকট পাঠাইবার ন্যায় তোমাদের নিকট এই রসুল পাঠাইয়াছি।" ভাষান্তরে, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়েতে আঁ-হজরতকে (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) হজরত মোসার অনুরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, সুরাহ্ নূরের 'এস্তেখ্লাফ' আয়েতে "মিন্ কাব্লেকুম" (তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে) দ্বারা হজরত মোসার উম্মতকে বুঝায়। এখন, আমরা মোসীয় উম্মতের খলিফাগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, সেই উম্মতে হজরত মোসার পর বহু সংখ্যক খলিফা হন। তাঁহারা তৌরাতের বেদমতের জন্য আবির্ভূত হন। পরিশেষে, হজরত মোসার তের চৌদ্দ শত বৎসর পর হজরত মসিহ্ আগমন করেন। তিনি হজরত মোসার খলিফাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মোসীয় উম্মতের 'খাতামুল্-খোলাফা' ছিলেন। সুতরাং, খলিফা উত্থাপন ব্যবস্থায় মোসীয় উম্মতের খলিফাগণের সহিত মোহাম্মদীয় উম্মতের সাদৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় এবং অনুরূপ উপায়ে এই উম্মতে খলিফা উত্থাপনের ব্যবস্থার ওয়াদা করায় এই উম্মতেও নাসেরীর মসিহ্র অনুরূপ শেষ খলিফা—এই উম্মতের 'খাতামুল-খোলাফা' জাহের হওয়া অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং, ইহাই নির্ণীত হয় যে, "এস্তেখ্লাফ" আয়েতে যথা মোসলমানগণের মধ্যে সাধারণ খলিফাগণের অঙ্গীকার রহিয়াছে, তথা একজন বিশেষ, সুমহান খলিফারও ওয়াদা রহিয়াছে তিনি মসিহ্ নাসেরীর অনুরূপ (মসিল) এবং মোহাম্মদীয় মসিহ্ বলিয়া অভিহিত হইবেন।

সেইরূপ হাদিস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলিয়াছেন :— "ওয়াল্লাজি নাফ্সি বেইয়াদেহি লেইয়ুশেকান্না আইয়া নাজ্জালা ফিকুম্ ইব্নু মারইয়ামা হাকামান্ আদলান্ ফা-ইয়াক্সেরুস্ সালিবা ও ও ইয়াক্তুলুল্ খিনজিরা ও ইয়াজায়ুল জিজ্ইয়া"। ('বুখারী,' কেতাব বদাওল্-খল্ক, বাব নজুলু ইসা-ইব্নু-মরিয়ম)। অর্থাৎ, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, তাঁহার দিব্য, আমি তাঁহার কসম সহ বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মসিহ্ ইব্নে মরিয়ম ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও মীমাংসক স্বরূপে নাজেল হইবেন, অর্থাৎ, তিনি তোমাদের মতবিরোধের যথার্থ মীমাংসাকারী হইবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন, শূকর কতল করিবেন এবং জিজিয়া রহিত করিবেন ; অর্থাৎ, যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ পূর্ব্বক জিজিয়ার প্রশ্নই তিরোহিত করিবেন।" সেইরূপ, বহু হাদিসে মসিহ্ অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন মাহ্দী জাহের হওয়ার সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে কোরান শরীফে উক্ত হইয়াছে :—"হুআল্লাজি বাআসা ফিল্উম্মিয়ীনা রাসুলাম্ মিনহুম ইয়াৎলু আলায়হিম আয়াতেহি ও ইয়ুজাক্কিহিম্ ও ইয়ুআল্লেমুহুমুল কেতাবা ওল্-হেকমতা ও ইন্ কানু মিন্ কাবলু লাফি জালালিম্ মুবিন ; ও আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালাকু বেহিম।" (সুরাহ্ জুমা, রুকু ১) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'লাই তাঁহার রসুল আরবগণের মধ্যে আবির্ভূত করিয়াছেন। তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করিতেছেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দিতেছেন, তাহারা নানা প্রকার বিপথগামীতায় নিপতিত হওয়ার পর। এই প্রকারে আল্লাহ্র এই রসুল পরবর্ত্তী যুগে অপর এক জমাতেরও তরবিয়ত করিবেন, যাহারা এখনো পয়দা হয় নাই।"

এখানে আল্লাহ্ তা'লা আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) অপর এক আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। কারণ, প্রকাশ কথা, পরবর্ত্তী যুগে যে উম্মত উৎপন্ন হইবে, তাহাদের শিক্ষা কার্য্য তিনি তখনই সম্পাদন করিতে পারেন, যদি তাঁহার কোন পূর্ণ প্রতিবিম্ব, 'কামেল বরুজ' আবির্ভূত হন, যাঁহার আগমন তাঁহারই আগমন স্বরূপ হইবে। যিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই কদমে কদমে তাঁহার উম্মতের সংস্কার সাধন করিবেন। তিনিই মাহ্দী। হাদিস সমূহে উক্ত হইয়াছে যে এই আয়েত অবতীর্ণ হইলে সাহাবাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্ এই পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ কে ?" ইহাতে তিনি তাঁহার একজন সাহাবী সাল্মান ফারসীর পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, "যদি ইমান সপ্তর্ষী মণ্ডলেও উত্থিত হয়, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, তবু এই পারশ্যবাসীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উহা তথা হইতে ধরায় আনিবে এবং পৃথিবীতে উহা পুনঃ সংস্থাপন করিবে।" ('বুখারী,' তফসীর সুরাহ্ জুমা)।

বস্তুতঃ, কোরআন শরীফের এই আয়েত অর্থাৎ, সুরাহ্ জুমার একজন কামেল মোহাম্মদী বরুজের, আঁ-হজরতের একজন পূর্ণ প্রতিবিম্ব শিষ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং তিনিই মাহ্দী। সেইরূপ, বহু হাদিসে মাহ্দী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্থলে, আবু দাউদে একটি হাদিস বর্ণিত হইয়াছে :— "লাও লা ইয়াব্কা মিনাদ্ দুন্ইয়া ইল্লা ইয়াওমান লাতাওয়ালাল্লাহু জালেকাল ইয়াওমা হাত্তা ইয়াবয়াসু ফিহে রাজলাম্ মিন্নি আও মিন্ আহ্লে বায়তি ইয়ুআতি ইসমুহু ইস্মি ও ইস্মু আবিহে ইসমু আবি ইয়াম্লা-ওল-আর্যু কেস্তান্ ও আদলান্ কামা মুলিয়াৎ জুল্মান্ ও জাওরা।" ('আবু দাউদ,' ২য় খণ্ড, কেতাবুল মাহদী)। অর্থাৎ, "যদি পৃথিবীর বয়সের মধ্যে একদিনও অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ্-তা'লা সেই দিন দীর্ঘ করিবেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি উহাতে উৎপন্ন করিবেন এক ব্যক্তিকে আমার মধ্য হইতে বা আমার পরিজন হইতে, যাঁহার নাম আমার নামানুসারে হইবে এবং যাঁহার পিতার নাম আমার পিতার নামানুযায়ী হইবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায় বিচারের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, ঠিক সেই মত যেভাবে উহা ইতিপূর্ব্বে অনাচার অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল।" এই হাদিসেও ইহারই প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মাহ্দী আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) 'কামেল বরুজ,' পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া, পূর্ণ প্রতিবিম্ব হইবেন। বলিতে কি, আধ্যাত্মিক হিসাবে তাঁহার আগমন হুজুরেরই (সাঃ) আগমন হইবে।

বস্তুতঃ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ধর্ম্মীয় মত। মোসলমান বালক বালিকাও জানে যে, ইসলামে মসিহ্ ও মাহ্দীর জাহের হওয়ার সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আজকাল সমস্ত ইস্লামী দেশ সমূহে অত্যন্ত জোরশোরে মসিহ্ মাহ্দীর আগমন প্রতীক্ষা করা হইতেছে এবং সকলেই তাঁহার আগমণের সহিত উন্নতির আশা পোষণ করিতেছেন। কোরআন করীম ও আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) মসিহ্ মাহ্দীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ন্যায় মসিহ্ মাহ্দীর আগমন সংক্রান্ত কোন কোন লক্ষণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণাবলী আল্লাহ্-তা'লার চিরাচরিত কানুন (সুন্নতুল্লাহ্) অনুযায়ী

হজরত মীরজা সাহেবের আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়াছে কি না দেখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎপূর্ব্বে, দুইটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তিমূলক ধারণার অপনোদন অত্যাবশ্যক, যাহা মসিহ্ মাহ্দী সম্বন্ধে মোসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ইহারা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত হজরত মীরজা সাহেবের দাবী প্রত্যেক মোসলমানের নিকট প্রথম দেখাতেই মনোযোগ পাওয়ার অযোগ্য হইয়া পড়ে। সেই ভ্রান্তিদ্বয় এই—প্রথম, হজরত ইসা মসিহ্ নাসেরীর জীবন মৃত্যু সংক্রান্ত প্রশ্ন। দ্বিতীয়, প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও মাহদী কি একই ব্যক্তি? না, ইঁহারা দুইজন পৃথক ব্যক্তি? অধুনা, মোসলমানগণের মধ্যে সাধারণতঃ এই ভ্রান্ত ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে যে, হজরত মসিহ্ নাসেরী আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এবং তিনিই আখেরী জমানায় নাজেল হইবেন। দ্বিতীয়, মসিহ্ এবং মাহদী দুইজন পৃথক, পৃথক ব্যক্তি। এই সকল ভ্রান্ত ধারণার ফলে সাধারণ মোসলমান হজরত মীরজা সাহেবের দাবীর প্রতি মনোযোগ দেয় না। অতএব, আমরা প্রথমতঃ এই দুইটি প্রশ্ন গ্রহণ করিতেছি। তৌফিক আল্লাহ্র নিকট।

হজরত মসিহ্ নাসেরী আকাশে উত্থিত হন নাই :

প্রথম প্রশ্ন, হজরত মসিহ্ কি ভৌতিক দেহ সহ আকাশে জীবিত আছেন? এ সম্বন্ধে উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরান এবং সহীহ্ হাদিস সমূহ হইতে কখনো নির্ণীত হয় না যে, হজরত মসিহ্ নাসেরীকে জীবিতাবস্থায় ভৌতিক দেহ সহ আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে, বা তিনি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন। কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে :— "ফিহা তাহ্ইয়ুনা ওফিহা তামুতুন" (সুরাহ্ আরাফ, রুকু ২)। অর্থাৎ, "হে মানব সন্তানগণ, তোমরা পৃথিবীতেই জীবন ধারণ করিবে এবং পৃথিবীতেই তোমাদের মৃত্যু হইবে।" প্রকাশ্য কথা, পৃথিবীতে মানুষের উপর দুইটি সময় অতিক্রম করে। প্রথমতঃ, জীবন কাল। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যু কাল। খোদাতা'লা এই উভয় কালই পৃথিবীর সহিত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি এই বিধান করিয়াছেন যে, এই উভয় কাল মানুষ পৃথিবীতেই যাপন করিবে। এখন প্রশ্ন, হজরত মসিহ্ নাসেরী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে আকাশে কালাতিপাত করিতেছেন? সুতরাং ইহাই নির্ণীত হয় যে, হজরত মসিহ্ নাসেরীকে কখনো আকাশে উত্তোলন করা হয় নাই। তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায় পৃথিবীতেই জীবন কর্ত্তন করিয়াছেন।

তারপর, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তা'লা আঁ-হজরতকে (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) বলিয়াছেন—"কুল্ সুব্হানা রাব্বিহাল্ কুনতু ইল্লা বাশারার রাসুলা।" (সুরাহ্ বনি-ইস্রায়েল, রুকু ৩)। অর্থাৎ, "হে রসুল, কাফেরগণ তোমার নিকট মোজেজার দাবী করে। তুমি তাহাদিগকে প্রত্যুত্তরে বল, 'আমার রাব্ব্ তাঁহার কানুনের বিরুদ্ধাচার হইতে পবিত্র। আমি ত একজন মানুষ রসুল মাত্র।" ইহা দ্বারা আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) স্পষ্ট ও যেথহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মানুষ হওয়ায় ভৌতিক দেহে আকাশে যাইতে পারেন না। সুতরাং, মসিহ্ নাসেরী মনুষ্য হইয়াও কিরূপে আকাশে গিয়াছেন? তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে যাওয়ায় তিনি মনুষ্য অপেক্ষা উন্নতর কোন অস্তিত্ব হওয়া কি বুঝায় না? সুতরাং এই আয়েত থাকিতে, কোন্ মোসলমান একথা বলিবার সাহস করিতে পারে যে, হজরত মসিহ্ জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হন? প্রকাশ্য কথা, শ্রেষ্ঠতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) জীবিতাবস্থায় ভৌতিক দেহে আকাশ গমনের পথে শুধু তাঁহার মানুষ হওয়াই প্রতিবন্ধক ছিল বলিয়া আয়েতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইত্যাবস্থায়, তাঁহার চেয়ে সুনিশ্চিত নিম্ন স্তরের নবী হজরত মসিহ্ কিরূপে আকাশে যাইতে পারেন? দুঃখের বিষয়, (১) স্বভাবতঃ, এখানে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। কোরআন করীমে আল্লাহ্তা'লা পরিষ্কার ভাষায় নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) সশরীরে জীবিতাবস্থায় আকাশে যাওয়া তিনি মানুষ ছিলেন বলিয়া, নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং, মে'রাজের সময় আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) কিরূপে আকাশে গিয়াছিলেন? ইহার উত্তর স্বরূপ অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মে'রাজের ব্যাপারে তিনি ভৌতিক দেহের সহিত আকাশে গিয়াছিলেন, এই কথাটাই সত্য নয়। প্রকৃত কথা, মে'রাজ এক অতি সূক্ষ্ম শ্রেণীর 'কাশফ' (জাগ্রত আধ্যাত্মিক স্বপ্ন) ছিল। আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে ইহার দর্শন লাভ করেন। পরে, যথাকালে যাহা কিছু দেখান হইয়াছিল, ঘটনা প্রবাহ দ্বারা সমর্থিত হয় এবং সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। "সালফে সালেহীন," বিজ্ঞ সাধু ব্যক্তিগণের এক প্রকাণ্ড জমাত ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মে'রাজ ভৌতিক দেহ সহ হয় নাই, বরং, উহা অতি সূক্ষ্ম 'কাশ্ফ', জাগ্রত আধ্যাত্মিক স্বপ্ন ছিল এবং এই 'কাশ্ফে' তাঁহাকে আকাশগুলির ভ্রমণ করান হয়। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজি আল্লাহু আন্হা) বলেন যে, 'নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) পবিত্র দেহ মে'রাজের রাত্রিতে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেইরূপ, অন্যান্য বহু প্রধান প্রধান, আকারের ওলামাও লিখিয়াছেন যে, মে'রাজ ভৌতিক দেহের সহিত হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, মে'রাজ এক প্রকার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জাগ্রত স্বপ্ন মূলক, 'কাশ্ফীয়' দৃশ্য ছিল। ইহাতে আঁ-হজরতকে (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) আকাশে লইয়া গিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির দৃশ্যাবলী দেখানো হয়। অপিচ, হাদিসে "সুম্মা আস্তায়কাজা" অর্থাৎ, মে'রাজের দৃশ্য অবলোকনের পর আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) "চক্ষু উন্মীলিত হইয়া পড়িল," এই কথাগুলিও পাওয়া যায়। (বুখারী, কেতাবুৎ তৌহিদ)। ইহা হইতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ ভৌতিক দেহে হয় নাই।

মোসলমানগণ মসীহ্কে আকাশে উত্তোলন এবং তথায় বসানো রাখিয়া শুধু স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের অমর্য্যাদাই করিতেছেন না, বরং খৃষ্টীয়ানদের একটি সম্পূর্ণ অলীক ধারণার সহায়তা করিতেছেন। কেহ সত্যই বলিয়াছেন—"মান্ আজ্ বেগানাগণ হারগেজ না নালাম্ কেহ্ বামান্ হারচে কারদ আঁ আশ্না কারদ" (আমি অন্যদের কথায় কাঁদি না। আমার সহিত যাহা করা হইয়াছে, মিত্রগণই করিয়াছেন)। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল স্পষ্ট আয়েতগুলি থাকা সত্ত্বেও আজকাল মোসলমানেরা ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কোরআন শরীফে কোথাও লিখিত নাই যে, হজরত ইসাকে ভৌতিক দেহ সহ জীবিত অবস্থায় আকাশের দিকে উত্তোলন করা হইয়াছে। যদি কেহ ইহা আমাদিগকে দেখাইতে পারে, তবে আমরা, আল্লাহ্র ফজলে, সর্ব্বপ্রথমে মানিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু সমগ্র কোরআন শরীফে একটি আয়েতও পাওয়া যাইবে না যে, উহা দ্বারা হজরত ইসার আকাশে ভৌতিক দেহ সহ জীবিতাবস্থায় যাওয়া সপ্রমাণ হয়। কোরান শরীফে মসিহ্ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে : "রাফাহু আল্লাহু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আল্লাহ্তা'লা মসিহ্কে তাঁহার নিকট উঠাইয়া লইলেন।" তদ্বারা কখনো একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠানো হইয়াছে। কারণ, 'রাফাহ' দ্বারা 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন' বুঝায়, 'দৈহিক উত্তোলন' বুঝায় না। যেমন, বোলেম বাওয়াব সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলেন—"ও লাওশিনা লারাফা'নাহু বেহা ও লাকিন্নাহু আখ্লাদা ইলাল্ আরদ।" (সুরাহ্ আরাফ, রুকু ২২)। অর্থাৎ, "যদি আমরা চাহিতাম, আমাদের নিদর্শনসমূহের দ্বারা তাহাকে উত্তোলন করিতাম—কিন্তু সে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।" এখানে সকলেই "উত্তোলন" দ্বারা "আধ্যাত্মিক উত্তোলন" বুঝিয়া থাকেন। কেহই ইহার অর্থ দৈহিক উত্তোলন মনে করেন না। অথচ, এখানে বিপরীতার্থক "পৃথিবী" শব্দও বিদ্যমান থাকিয়া বিরুদ্ধ সম্বন্ধও বর্ণনা করিতেছে। ইত্যাবস্থায়, অকারণে হজরত ইসা সম্বন্ধে একই শব্দ 'দৈহিক উত্তোলন' অর্থে গৃহীত হয় কেন? মসিহ্র মধ্যে সে কি জিনিষ ছিল যে, অন্যান্যের জন্য "উত্তোলন" ('রাফা') শব্দ ব্যবহৃত হইলে তদ্বারা 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন' বুঝায়, কিন্তু মসিহ্র জন্য এই শব্দ উল্লিখিত হওয়া মাত্র ইহার অর্থ তৎক্ষণাৎ "দৈহিক উত্তোলন" হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া হজরত মসিহ্ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে অপর এক আয়েতে পরিষ্কারভাবে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার রাফা (উত্তোলন) 'মৃত্যুর পর' হইয়াছিল। (সুরাহ্ আলে এমরান, রুকু ৬)। স্পষ্ট কথা, মৃত্যুর পর 'উত্তোলন' আধ্যাত্মিকই হইতে পারে, দৈহিক নহে।

তারপর, চিন্তা করা আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লা এখানে একথা বলেন নাই যে, মসিহ্কে আকাশের দিকে উঠানো হইয়াছিল, বরং শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁহাকে নিজের দিকে উত্তোলন করিয়াছেন। প্রকাশ্য কথা, আল্লাহ্ তা'লা সর্ব্বত্রই আছেন। শুধু আকাশে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহার দিকে উঠাইবার অর্থ আকাশের দিকে উঠানো কিরূপ হইতে পারে? "তাঁহার দিকে উঠানো" অর্থ আধ্যাত্মিক উত্তোলন ব্যতীত কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'লা সর্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া কোন মতেই তাঁহার দিকে উত্তোলন দৈহিক অর্থে সম্ভবপর নহে। মসিহ্র 'আল্লাহ্র দিকে উত্তোলন' দৈহিক-ভাবে স্বীকার করা হইলে, ইহা একটি অর্থ শূন্য বাক্যে পরিণত হয়। তদবস্থায়, ইহার অর্থ হইবে, হজরত মসিহ্ যেখানে ছিলেন, সেখানেই তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হয়। কারণ, খোদা সর্ব্বত্রই আছেন। সুতরাং, ইহাই প্রতীত হয় যে, এখানে 'দৈহিক উত্তোলন' অর্থ নয়, ইহার অর্থ 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন' বটে।

তারপর, এক হাদিসে আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) বলেন—"ইন্না তাওয়াজাআল্ আবদু রাফাআল্লাহু ইলাস্ সামায়েস্ সাবেয়াতে।" (কন্জুল্-ওম্মাল, জেলদ ২, পৃঃ ২৫)। "আল্লাহ্-তা'লার উদ্দেশ্যে কেহ বিনয় প্রকাশ বা নতি স্বীকার করিলে আল্লাহ্ তা'লা তাহাকে সপ্তম আকাশের দিকে উত্তোলন (রাফা) করেন।" এখানেও কি দৈহিক দেহের সহিত আকাশের দিকে উঠানো বুঝায়? ইহা হইলে খোদাতা'লার এই ওয়াদা মিথ্যার পরিণত হয়। কারণ, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম), সমস্ত সাহাবাগণ, এবং পরবর্ত্তী কালে লক্ষ লক্ষ নেক ব্যক্তিগণ খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ বা নতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই আকাশের দিকে দৈহিক দেহে জেন্দা উত্তোলিত হন নাই। সুতরাং, ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, এখানে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়ের বা নতি স্বীকারকারীর দৈহিক দেহে জীবিত আকাশে যাওয়া অর্থ নয়। ইহার অর্থ, এইরূপ ব্যক্তিগণের মর্য্যাদা আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধি করিবেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদী ওলামাও এই অর্থই স্বীকার করেন। অথচ, এখানে 'আসমান' শব্দও সঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে কেন হজরত মসিহ্র বেলায় "রাফা-ইলাল্লাহ" (আল্লাহ্র দিকে উত্তোলন) অর্থ তিনি দৈহিক দেহে জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন, করা হয়?

মোস্‌লেহ মাউদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

জামাতে প্রাণ-সঞ্চার ও কর্ম-প্রেরণা দান :

মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে খেলাফতের পদে বরিত হলেও মাহমুদ এই যুবা বয়সেই যে ভাবে এবং যে অবস্থার ভিতর দিয়ে জামাতকে পরিচালিত করেন—তাতে প্রথম হতেই অনেকে তাঁকে প্রতিশ্রুত মোসলেহ্ মাউদ বলে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতেন। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ সকলের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়—তাই অতি সংক্ষেপে মাহমুদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

তাঁর খেলাফত প্রাপ্তির সময়ে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ার দরুণ—জামাতের মধ্যে বিরাট নৈরাশ্যের ভাব বিরাজ করছিল। বস্তুতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে নৈরাশ্যের মত ক্ষতিকর রোগ আর নেই। ইহা মানুষকে শুধু উচ্চাকাংখা হ'তে বঞ্চিত করে।—কর্ম-বিমুখও করে তোলে। মাহমুদের সুনিপুণ পরিচালনায়, তাঁর উৎসাহ ও উদ্যমে শীঘ্রই এই নৈরাশ্য কেটে যায়। কাদিয়ান আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে; মাহমুদের প্রত্যেক আহ্বানে 'লাব্বায়েক' ধ্বনিত হতে থাকে।

দেশ বিদেশে প্রচার :

মাহমুদ খেলাফতের ভার নিয়েই তবলিগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। এ জামানা প্রচারের জামানা। বস্তুতঃ বর্তমানে কোন সত্য বা আদর্শকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার সুযোগ সুবিধার অন্ত নেই। এ সকল সুযোগ সুবিধাকে কাজে না লাগালে ঐ সত্য বা আদর্শকে বিশ্বজনীনরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের আদর্শকে নতুনভাবে প্রচার করবার জন্য মাহমুদ তাঁর প্রচেষ্টাকে শুধু নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। মুবাল্লিগগণকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে তিনি বিদেশেও পাঠাতে লাগলেন। এ যুগে যখন বিধর্মীরা ইসলামকে নানাদিক হতে আক্রমণ ক'রে কোন ঠাসা করতেছিল, আর মুসলমানের মধ্যেও অনেকেই যখন ইহার পতনের শেষ দিন গনতেছিল—তখন ইসলামেরই বাণী নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারক পাঠানোকে অনেকে অভিনব ব্যাপার বলে মনে করতে লাগল।

মাহমুদকে যখন প্রশ্ন করা হতো, জ্ঞান বিজ্ঞান ধন দৌলতে ইউরোপ, আমেরিকা যেভাবে উন্নতি করে চলেছে—তাতে আমাদের পক্ষে তাদের সমান হওয়া কি সম্ভবপর? তিনি তার উত্তরে বলতেন—কোনা কুনি রাস্তা ধরলেই তা সম্ভব হতে পারে এবং সে রাস্তা হলো ঐ সকল দেশের লোককে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে ফেলা। তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারলে—তাদের বৈষয়িক উন্নতি হতে ইসলাম আপনেই ফায়দা উঠাতে পারবে। বস্তুতঃ এ যুগে ইসলামের আদর্শ সম্বন্ধে কতটুকু উৎসাহ থাকলে এমন কথা বলতে পারে—তা সহজে অনুমেয় নহে। মাহমুদ তাঁর এই উপলব্ধিকে কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কর্ম দ্বারা বাস্তব রূপ দিতে লাগলেন! ফলে বর্তমানে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে আহমদী জামাতের দ্বারা ইসলামের তবলিগ পৌঁছুতেছে না। ইহার ফলও দেখা যাচ্ছে! ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দিন দিন লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করছে। বিশ্ববাদের কেন্দ্রগুলো হ'তে আল্লাহ আকবার রবে সুমধুর আজান ধ্বনিত হচ্ছে!

আভ্যন্তরিণ সংগঠন :

কাজের প্রোগ্রাম ও প্রেরণা সফলতার প্রথম সোপান হলেও শুধু ওসায়েল দ্বারাই গন্তব্য স্থানে পৌছা যায় না। তাই প্রোগ্রামও প্রেরণার সাথে আভ্যন্তরিণ সংগঠনেরও একান্ত প্রয়োজন। মাহমুদের দৃষ্টি হতে এ দিকও এড়াতে পারে নি। তিনি নেজারত প্রতিষ্ঠিত করলেন। সদর আঞ্জুমেনের কাজকে বিভিন্ন নেজারতে বিভক্ত করে দিলেন। প্রত্যেক নেজারতকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হলো। দেশ বিদেশের প্রচার এবং আভ্যন্তরিণ সংগঠনের দরুণ জামাতের প্রসার হতে লাগলো এবং প্রতিপত্তিও বেড়ে চললো। যে ঝড়ের মুখে মাহমুদ খেলাফতের তরী হাতে নিয়েছিল সে ঝড় অনেকটা কেটে গেল।

মালকানা ক্যাম্পেইন :

১৯২৩ সালের কথা। মালকানা রাজ্যে শুদ্ধি আন্দোলন খুব জোরে চলছে। প্রায় চল্লিশ সহস্রাধিক মুসলমানকে শুদ্ধ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এ নিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু এদের উদ্ধারের জন্য কেহই কোন পথ খোঁজে পাচ্ছে না। হা-হুতাস আফসোসের মধ্যেই মুসলমানদের সব প্রচেষ্টা শেষ হচ্ছে। মাহমুদ কিন্তু মুসলমানদের এই দুর্দিনে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি তাদের উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। জামাতে তিনি এই কারণে সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে তুলেন। তিনি মালকানাতে একদল কর্মী প্রেরণ করলেন। কর্মীদল মাহমুদের ডাকে নিজের জান দিতেও প্রস্তুত হলো। এই কর্মীদল মালকানাতে গিয়ে নিজেদের প্রোগ্রাম মোতাবেক কাজ আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে তারা ধর্মান্তরিত সকল মুসলমানদেরকে পুনঃ ইসলামে ফিরিয়ে আনলেন। এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। শত্রুদেরও টনক নড়ল। বান্ধ করতে তারাও বাধ্য হলো। মাহমুদের এ সকল কাজের প্রশংসায় মুসলমানেরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

আমাদের স্থানীয় পত্রিকাদিতেও তাঁর এ সকল কাজের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তখনকার 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায়ও এ নিয়ে বেশ আলোচনা হয়।

অদৃষ্টের বিরাট পরিহাস যে ইসলামকে 'অচ্ছুৎ' করে রেখেছে বলে আজ যাদেরকে ইসলাম হতে বের করে দেওয়ার তীব্র আন্দোলন চলেছে তাদের নেতার চেষ্টাতেই 'শুদ্ধি প্রাপ্ত' হাজার হাজার মুসলমান পুনঃ ঘরে ফিরে এলো। এ জন্য আনন্দও করা হল।

[ক্রমশঃ]

চিন্তার খোরাক

[মোহম্মদ মোস্তাফা আলী]

মরহুম মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব নোয়াখালিস্থ ফাজিলপুর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি আহমদীয়তের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাহা ছাড়া নিজ এলাকাতে তিনি তাহার চরিত্র মাধুর্য্যের জন্যও লোকের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আহমদীরা জানাজা পড়েন এবং গয়র আহমদীগণও পৃথকভাবে জানাজা পড়েন। তৎপর কয়েকজন লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করেন।

অনেক সময়ে জীবনে যাহা সম্ভব হয় না—মৃত্যু তাহা সহজ করিয়া দেয়। তাই বলিতে হয়—মৃত্যু শুধু জীবনের অঙ্গই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ইহা আদর্শকে কায়েম করিতেও সাহায্য করে। বস্তুতঃ মোমেনের অনুরূপ মৃত্যুই কাম্য।

সাধনা

আবুল আছেম খান চৌধুরী

মোরা
তবলীগ তনজিমে ফিরাব সুর,
নাস্তিক ধারণা করিব দূর।
শান্তি সৌহার্দ্দ্য করিব দান,
নূতনে গড়িব দুনিয়া খান।
মোদের যতেক বাসনা কামনা,
তৌহিদ সোপানে নিয়েছি সাধনা।
সুখেতে দুখেতে করিব বল্
আহমদী যতেক নিয়েছি পণ!
নিকালো ময়দানে আহমদী শের,
তৌহিদ প্রচারে করোনা দের!
সম্মুখে পশ্চাতে আল্লারি সব
দোনো জাহানের তিনি যে রব!

সম্পাদকের দফতর

(১)

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আচ্ছালামু আলায়কুম

'আহমদী পত্রিকা' খানা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। জমাতে আহমদী সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কাগজ খানা পড়িয়া আমার অনেক ধারণা সংশোধন হইয়াছে। যাহা হউক আমাকে আরও কয়েক সংখ্যা উক্ত পত্রিকা খানা পড়িবার সুযোগ দিবেন।

মৌঃ মোঃ দীন ইছলাম
সাং চাঁদপুর, পোঃ সেনবাগ,
নোয়াখালী।

(২)

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আচ্ছালামু আলায়কুম

আরজ এই যে—হঠাৎ ভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দশ বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ১৫ ও ৩০ এপ্রিল ১৯৪৬ ইং 'পাক্ষিক আহমদী' হস্তগত হওয়ায় পাঠ করিয়া যাবতীয় অবগত হইয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস আহমদী বা কাদিয়ানী ব্যতীত ত্রাণের কোন উপায় নাই। তাই আমি আমার বরিবারবর্গ সকলেই বয়েত নিয়া ছিলছিলায় দাখিল হইবার একান্ত বাসনায় এই ক্ষুদ্র পত্র দ্বারা নিবেদন করিতেছি যে, হুজুর মেহেরবানী করিয়া পাক্ষিক পত্রিকা কিংবা যে কোন কিতাব দ্বারা এ বিষয়াদি ভালরূপ জানা যায় সম্ভবমত তাহা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

খাকছার—
শাহ ফজর উদ্দিন আহমদ
গ্রাম পস্তাইল (মাষ্টার বাড়ী) পোঃ বড়হিত,
ময়মনসিংহ।

গত সপ্তাহের রিপোর্টের বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছে খোদ্দামগণ অত্র মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৫৬৮ জনকে কলেরা প্রতিষেধক ইনজাকশন ও ৩৪৭ জন রোগীকে ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ প্রদান করিয়াছে।

থাকছার—মোহম্মদ ইদ্রিছ
সেক্রেঃ আহমদীয়া রিলিফ কমিটি,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা।

হযরত আমীরুল মোমেনীনের রাবওয়া উপস্থিতি

হযরত আমীরুল মোমেনীন করাচি হইতে রাবওয়া পৌছিয়াছেন। হুজুরের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সকলই খাছভাবে দোয়া জারি রাখিবেন।

আখবার আহমদীয়া

"বস্তুতন্ত্রের পরিবর্ত্তে খোদার আসক্ত হও"

লণ্ডনের অভ্যর্থনা সভায় বিশ্ব-শান্তির উদ্দেশ্যে আহমদী নেতার উপদেশ

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া আন্দোলনের নেতা হজরত মির্জ্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের সম্মানার্থে আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে বস্তুতন্ত্রের পরিবর্ত্তে খোদার প্রতি আসক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়।

বৃটেনের আহমদীয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই অভ্যর্থনা আয়োজন করা হয়। এই অভ্যর্থনা সভায় সম্প্রদায়ের সদস্যবর্গ কেবলমাত্র বৃটেনের বিভিন্ন স্থান হইতেই আগমণ করে নাই, পরন্তু আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতেও আগমন করিয়াছে।

লণ্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার জনাব একরামুল্লা, জাতিসঙ্ঘের সুদান কমিশনের পাকিস্তানী সদস্য মিয়া জিয়াউদ্দিন, জাতিসঙ্ঘে পাকিস্তানের স্থায়ী সদস্য জনাব মোহাম্মদ মীর খান এবং বৃটেনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অভ্যর্থনা সভায় যোগদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জ্জাতিক আদালতের বিচারপতি চৌধুরী জাফরুল্লা খান।

বন্যা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আহমদীয়া জমাতের খোদ্দামগণের সেবা কার্য্য

বন্যার দরুণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা এখনও শেষ হয় নাই। রাস্তা ঘাট এবং মফস্বলের হাটবাজারগুলি এখনও সম্পূর্ণ শুকায় নাই। বন্যায় তরিতরকারীর গাছগুলি বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সর্ব্বত্র তরিতরকারীর খুব অভাব দেখা যাইতেছে। বন্যার পানি হ্রাস পাইলেও নানা প্রকার রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেওয়ার খুব আশংকা।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীয়া জমাতের রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে স্থানীয় ষ্টেশন রোডে বন্যা পিড়ীতদের সাহায্যার্থে একটি রিলিফ অফিস খোলা হইয়াছে। গত বৎসর বন্যার সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহরে আহমদীয়া জমাতের পক্ষ হইতে যে দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছিল স্থানীয় রিলিফ কমিটির সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যত্নের সহিত দীন দরিদ্র ও বন্যা পিড়ীত ভাই বোনদের মধ্যে রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ পত্র বিতরণ করিয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার একজন উৎসাহী হিন্দু যুবক আহমদীয়া জমাতের খোদ্দামগণের সেবা কার্য্য দেখিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া খোদ্দামগণের সহিত মিলিত হইয়া বন্যা পীড়িত অঞ্চলে প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে।

খোদ্দামগণ নিজেরা উপযুক্ত ডাক্তার নিয়া নৌকা যোগে মফস্বলের পল্লীতে পল্লীকে ঘুরিয়া বস্ত্রার্ত্তদের মধ্যে দিন রাত অবিরত খাটিয়া রোগ প্রতিষেধক টিকা, ইনজাকশন, রোগীদিগকে ঔষধ, পথ্য ও অন্যান্য যাবতীয় সম্ভবপর কাজে সক্রীয়ভাবে সাহায্য করিয়া যাইতেছে।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).